Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আরবি ভাষার গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাতেমা তুজ জোহরা

রোলঃ 227021674

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আরবি ভাষার গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাতেমা তুজ জোহরা

রোলঃ 227021674

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " আরবি ভাষার গুরুত্ব " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফাতেমা তুজ জোহরা, আইডিঃ ---------- বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আরবি ভাষার গুরুত্ব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

ফাতেমা তুজ জোহরা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

ফাতেমা তুজ জোহরা

আইডিঃ 227021674

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

আরবী ভাষার গুরুত্ব 5

কোরআন - হাদীসের আলোকে আরবী ভাষা :...5

মুহাম্মাদ হেদায়াতুল্লাহ মুসলিম জীবনে আরবী ভাষায় গুরুত্ব নিয়ে Nurul Quran Academy তে একটি আর্টিকেল লিখেছেন নিচে তা হুবুহু তুলে ধরা হল.. 10

প্রথম আলো পত্রিকায় ইসলামে ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে মুফতি মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনীর প্রবন্ধ. 12

আরবী ভাষার প্রয়োজনীয়তা 14

আরবী ভাষা কেন শিখব?.. 17

বাংলাদেশের পেক্ষাপটে আরবী ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব 19

সোর্স 19

আরবী ভাষার গুরুত্ব

আরবী ভাষা পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ ভাষা।ইসলামকে বুঝআর জন্য আমাদের আরবী ভাষা জানাটা খুবই প্রয়োজন। আরবী ভাষা আল কোরআনের ভাষা, আল সুন্নাহর ভাষা।ইসলামকে শুদ্ধভাবে জানতে হলে আরবী ভাষা জানতে হবে, বুঝতে হবে।তাছাড়া আরবী ভাষা শিক্ষার আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে।এশিয়ার মোট ২২টি দেশে আরবী ভাষায় কথা বলছে।

কোরআন - হাদীসের আলোকে আরবী ভাষা :

কোরআনুল কারিমের ভাষা আরবী ভাষা।আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কোরাআনে অনেক জায়গায় আরবী ভাষা র কথা উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ

(Ar-Ra'd 13:37)

And thus We have revealed it as an Arabic legislation.[1] And if you should follow their inclinations after what has come to you of knowledge, you would not have against Allāh any ally or any protector.

“আর এভাবেই আমি কুরআনকে বিধানস্বরূপ আরবীতে নাযিল করেছি। তোমার নিকট জ্ঞান পৌঁছার পরও যদি তুমি তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ কর, তবে আল্লাহ ছাড়া তোমার কোন অভিভাবক ও রক্ষাকারী নেই।”

Bangla - Tafsir Ibn Kathir

৩৬-৩৭ নং আয়াতের তাফসীর

আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকে (সঃ) বলছেনঃ এর পূর্বে যাদেরকে (আসমানী) কিতাব দেয়া হয়েছিল এবং তারা ওর উপর আমলকারী, তারা তোমার উপর কুরআন কারীম অবতীর্ণ হওয়ায় খুশী হচ্ছে। কেননা, স্বয়ং তাদের কিতাবে এর সুসংবাদ ও সত্যতা বিদ্যমান রয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖؕ-اُولٰٓىٕكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ

অর্থাৎ "যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা ওটাকে যথাযোগ্য পাঠ করে, তারা এই শেষ কিতাবের (কুরআনের) উপরও ঈমান আনয়ন করে।" (২:১২১) অন্য আয়াতে রয়েছেঃ "তোমরা ঈমান আন আর নাই আন, পূর্ববর্তী কিতাবধারীরা তো এর সত্য অনুসারী হয়েছে। কেননা, তাদের কিতাবগুলিতে রাসূলুল্লাহর (সঃ) রিসালাতের খবর রয়েছে। আর তারা ঐ ওয়াদাকে পূর্ণ হতে দেখে সন্তুষ্ট চিত্তে এটাকে মেনে নিয়েছে। আল্লাহ তাআ'লার প্রতিশ্রুতি যে ভুল হবে এর থেকে তিনি পবিত্র এবং এর থেকেও তিনি পবিত্র যে, তার ফরমান সঠিকরূপে প্রমাণিত হবে না ।

সুতরাং তারা খুশী মনে আল্লাহর সামনে সিজদায় পতিত হয়। হাঁ, তবে ঐ দলগুলির মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা এই কুরআনের কতকগুলি কথাকে স্বীকার করে না। মোট কথা, আহলে কিতাবের মধ্যে কতকগুলি লোক মুসলমান এবং কতকগুলি মুসলমান নয়।

অতএব, হে নবী (সঃ)! তুমি জনগণের সামনে ঘোষণা করে দাওঃ আমাকে শুধু এক আল্লাহর উপাসনা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং আমাকে এই আদেশও করা হয়েছে যে, আমি যেন তাঁর সাথে অন্য কাউকেও শরীক না করি এবং একমাত্র তাঁরই একত্ববাদ প্রকাশ করি। এই নির্দেশই আমার পূর্ববতী সমস্ত নবী ও রাসূলকে দেয়া হয়েছিল। আমি ঐ পথের দিকেই, ঐ আল্লাহরই ইবাদতের দিকে সকলকে আহবান করছি এবং আমার প্রত্যাবর্তন তাঁর কাছেই।

আল্লাহ পাক বলেনঃ হে নবী (সঃ)! যেমন আমি তোমার পূর্বে নবী রাসূল পাঠিয়েছিলাম এবং তাদের উপর আমার কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছিলাম, অনুরূপভাবে এই কুরআন, যা সুরক্ষিত ও মজবুত, তোমার ও তোমার কওমের মাতৃভাষা আরবীতে তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি। এটাও তোমার প্রতি একটা বিশেষ অনুগ্রহ যে, এই প্রকাশ্য, বিশ্লেষিত এবং সুরক্ষিত কিতাবসহ তোমাকে আমি প্রেরণ করেছি। এর সামনে থেকে বা পিছন থেকে কোন বাতিল এসে এর

সাথে মিলিত হতে পারে না এটা বিজ্ঞানময় ও প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ "হে নবী (সঃ)! তোমার কাছে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ও আসমানী ওয়াহী এসে গেছে। সুতরাং এখনও যদি তুমি এই কাফিরদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর তবে জেনে রেখোঁরেখো যে, তোমাকে আল্লাহর আযাব থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। এবং তোমার সাহায্যের জন্যে কেউই এগিয়ে আসবে না। নবীর (সঃ) সুন্নাত এবং তাঁর পন্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের পরেও যে সব আলেম পথভ্রষ্টদের পন্থা অবলম্বন করে তাদেরকে এই আয়াত দ্বারা ভীষণ ভাবে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

সুরা তা হা ১১৩ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ আরও বলেন,

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا (Ta Ha 20:113)

And thus we have sent it down as an Arabic Qur'an [1] and have diversified therein the warnings that perhaps they will avoid [sin] or it would cause them remembrance.

"আর এভাবেই আমি আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছি এবং তাতে বিভিন্ন সতর্কবাণী বর্ণনা করেছি, যাতে তারা মুত্তাকী হতে পারে অথবা তা হয় তাদের জন্য উপদেশ।"

আল্লাহ কোরআনে সুরা জুমার এ বলেছেন,

قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ(Az-Zumar 39:28)

[It is] an Arabic Qur'an, without any deviance [1] that they might become righteous.[2]

"বক্রতামুক্ত আরবী কুরআন। যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারে।"

সুরা ইউসুফ আয়াত ২ এ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা উল্লেখ করেছেন,

(Yusf 12:2)إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Indeed, we have sent it down as an Arabic Qur'an [1] that you might understand.

"নিশ্চয় আমি একে আরবী কুরআনরূপে নাযিল করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পারে।"

আল্লাহ আরও বলেন,

(Ash-Shu'ara' 26:195)ۛ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ

"সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি।"

Bangla - Tafsir Ibn Kathir

১৯৫ নং আয়াতের তাফসীর

হযরত ইবরাহীম তাইমী (রঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, একদা বাদলের দিনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় সাহাবীদের সাথে ছিলেন এমন সময় তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় মেঘের গুণাবলী বর্ণনা করেন। তখন একজন লোক তাকে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি তো সর্বাপেক্ষা বাকপটু ও প্রাঞ্জল ভাষী!" উত্তরে তিনি বলেনঃ "আমার ভাষা এরূপ পবিত্র, ত্রুটিমুক্ত এবং প্রাঞ্জল হবে না কেন? কুরআন কারীমও তো আমার ভাষাতেই অবতীর্ণ হয়েছে।" (এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন)

হযরত সুফইয়ান সাওরী (রঃ) বলেন যে, অহী আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং প্রত্যেক নবী তাঁর কওমের জন্যে তাদের ভাষায় অনুবাদ করেছেন। কিয়ামতের দিন সুরইয়ানী ভাষা হবে। আর যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা আরবী ভাষায় কথা বলবে।

মহানবী (সা:) বলেছেন,

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ، الْجَوْنِيُّ عَنْ جُنْدَبٍ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا " .

জুনদুব ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মনের মধ্যে আকর্ষণ থাকে ততক্ষণ কুরআন পাঠ করো। আর যখন (মন) বিকর্ষিত হয়ে পড়ে তখন উঠে যাবে। (ই. ফা. ৬৫৩৬, ই. সে. ৬৫৮৮)

সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৬৬৭১
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস
সোর্স: আল হাদিস অ্যাপ, irdfoundation.

মুহাম্মাদ হেদায়াতুল্লাহ মুসলিম জীবনে আরবী ভাষায় গুরুত্ব নিয়ে Nurul Quran Academy তে একটি আটিকেল লিখেছেন নিচে তা হুবুহু তুলে ধরা হল

একজন মুসলমানের জীবনে আরবি ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। কোরআন ও সুন্নাহ আরবি ভাষায় বর্ণিত হওয়ায় এর গুরুত্ব সর্বকালে প্রায় সমান। আরবি ভাষা ইসলামী জ্ঞানচর্চা ও মুসলিম সমাজ-সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'আমিই আরবি ভাষায় কোরআন অবতরণ করেছি, যাতে তোমরা উপলব্ধি করতে পারো। (সুরা : ইউসুফ, আয়াত : ২)

আরবি ভাষার চর্চা : হিজরি প্রথম শতাব্দীতে আরব-অনারবদের জীবনধারায় সংমিশ্রণ ও আরবি ভাষার বিধিবদ্ধ নিয়ম না থাকায় আরবি বিশুদ্ধ ভাষা চর্চা এবং কোরআনের নিগূঢ় রহস্য উপলব্ধি করা অনেকের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। মূলত তখন থেকে প্রাতিষ্ঠানিক আরবি চর্চা শুরু হয়। সমাজবিজ্ঞানী আল্লামা ইবনে খালদুন (রহ.) সে সময়ের প্রেক্ষাপটের দিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন, 'ইসলাম আগমনের পর আরবের অনেকে হেজাজ ছেড়ে অনারবদের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করে। ফলে নবাগত আরবদের কথা শুনতে থাকায় প্রকৃত আরবদের শ্রবণশক্তিতে পরিবর্তন ঘটে। অথচ শ্রবণশক্তি ভাষা শেখার অন্যতম একটি উপকরণ। তখন বিজ্ঞজনরা ভাবলেন, এমন অবস্থা দীর্ঘ হতে থাকলে আরবদের শ্রবণশক্তি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাবে। এতে কোরআন ও হাদিস বোঝাও কঠিন হয়ে পড়বে। ফলে তাঁরা নিজেদের যোগ্যতার ওপর নির্ভর করে ভাষা শেখার মূলনীতি প্রণয়ন করেন।

বিভিন্ন নিয়ম-নীতির আলোকে ভাষার সব শব্দ ও বাক্যকে অন্তর্ভুক্ত করে নেন।' (আল মুকাদ্দিমা, পৃষ্ঠা ৪২৬)

পৃথিবীর যেকোনো ভাষার প্রধানত তিনটি বৈশিষ্ট্য। তা চিন্তাজগতের প্রথম সিঁড়ি, জ্ঞানজগতের আধার এবং যোগাযোগ, ভাষণ-বক্তব্য ও আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আরবি ভাষায় ওহি অবতরণ করায় সব ভাষার মধ্যে আরবি এক অনন্য মর্যাদার অধিকারী হয়।

সুস্পষ্টতায় আরবি ভাষা অনন্য : আরবি ভাষায় সহজে পুরোপুরি সুস্পষ্ট ভাব বর্ণনা করা যায়। আরবি ভাষার এ বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি রয়েছে পবিত্র কোরআনেও। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'সুস্পষ্ট আরবি ভাষায় আমি তা অবতরণ করেছি।' (সুরা : শুআরা, আয়াত : ১৯৫)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আবুল হুসাইন আহমদ বিন ফারেস (মৃত্যু ৩৯৫ হি.) বলেন, "আল্লাহ তাআলা কোরআনকে 'বয়ান' বা সুস্পষ্ট শব্দ দিয়ে অভিহিত করেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, অন্য ভাষায় এ বৈশিষ্ট্য নেই এবং মান ও মর্যাদায় আরবি ভাষা সব ভাষার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।" (আস সাহেব ফি ফিকহিল লুগাহ : ৪/১)

কোরআন ও সুন্নাহ বোঝার প্রধান মাধ্যম : কোরআন ও সুন্নাহ বোঝার চাবি হিসেবে আরবি ভাষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। নিগূঢ় রহস্য উদঘাটন ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব উপলব্ধিতে আরবি অদ্বিতীয় মাধ্যম। এ জন্য যুগে যুগে আলেমরা আরবি শেখার প্রতি উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রা.) বলেন, 'তোমরা আরবি ভাষা শেখো। তা তোমাদের দ্বিনের অংশ।' (মাসবুকুজ জাহাব ফি ফাজলিল আরব ওয়া শারফুল ইলমি আলা শারফিন নাসবি : ১/৯)

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন, 'আল্লাহ তাআলা আরবি ভাষায় কোরআন অবতরণ করেছেন। আর প্রিয় নবী (সা.)-কে আরবি ভাষায় কোরআন ও সুন্নাহ প্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন। দ্বিনের প্রথম অনুসারীরা ছিল আরবিভাষী। তাই দ্বিনের গভীর জ্ঞানার্জনের জন্য এই ভাষা আয়ত্তের কোনো বিকল্প নেই। অতএব, আরবি চর্চা করা দ্বিনেরই অংশ ও দ্বিনের প্রতি শ্রদ্ধার প্রতীক।' (মাজমুউল ফাতাওয়া, ৮/৩৪৩)

আরবি ভাষায় ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি বলেন, 'আমাকে ফিকহের কোনো মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে আমি নাহুর নিয়ম দিয়ে এর উত্তর দিতাম।' (শাজারাতুজ জাহাব, ইবনে ইমাদ আল হানবালি, ২৩১)

শাফেয়ি (রহ.) আরো বলেন, 'আরবি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জনের পেছনে আমার প্রধান লক্ষ্য ছিল ফিকাহ চর্চায় বিশেষ মনোযোগী হওয়া।' (সিয়ারু আলামিন নুবালা, জাহাবি, ১৭৫) তিনি আরো বলেন, 'নাহু বা আরবি ব্যাকরণে গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করলে তার জন্য সব ইলম অর্জন সহজ হয়ে যাবে।'

লিংক https://nlquran.net

প্রথম আলো পত্রিকায় ইসলামে ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে মুফতি মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনীর প্রবন্ধ

ভাষা আল্লাহর দান ও তাঁর কুদরতের নিদর্শন। কোরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।' (সুরা-৩০ রুম, আয়াত: ২২)।

মানুষের পরিচয় বা সংজ্ঞায় বলা হয় 'হায়ওয়ানুন নাতিক', অর্থাৎ 'বাক্শক্তিসম্পন্ন প্রাণী'। আপাতদৃষ্টে মানুষ ও প্রাণী তথা পশুর মধ্যে বাহ্যিক পার্থক্য হলো বাক্ বা ভাষা। কোরআনুল করিমের বর্ণনা: 'দয়াময় রহমান আল্লাহ! কোরআন পাঠ শেখালেন; মনুষ্য সৃজন করলেন; তাকে ভাষা বয়ান শিক্ষা দিলেন।' (সুরা-৫৫ আর রহমান, আয়াত: ১-৪)। আপন মাতৃভাষা সবার প্রিয়। শুদ্ধ ভাষা ও সুন্দর বর্ণনার প্রভাব অনস্বীকার্য। রাসুল (সা.) ছিলেন 'আফছাহুল আরব' তথা আরবের শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধভাষী। তাই বিশুদ্ধ মাতৃভাষায় কথা বলা নবী (সা.)–এর সুন্নত।

আল্লাহ তাআলা কিতাব নাজিল করেছেন ও নবী–রাসুল (আ.) গণকে পাঠিয়েছেন তাঁদের স্বজাতির ভাষায়। কোরআন মাজিদে এসেছে, 'আমি প্রত্যেক রাসুলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য।' (সুরা-১৪ ইবরাহিম, আয়াত: ৪)।

মহাগ্রন্থ আল কোরআন আরবি ভাষায় নাজিল করার কারণ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং ব্যাখ্যা প্রদান করেন এভাবে, 'এটা আমি অবতীর্ণ করেছি আরবি ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝতে পার।' (সুরা-১২ ইউসুফ, আয়াত: ২)।

আল্লাহ তাআলা হজরত মুসা (আ.)–কে নবী ও রাসুল ঘোষণা করলে মুসা (আ.) বলেছিলেন, 'আমার ভাই হারুন আমার চেয়ে বাগ্মী। অতএব তাকে আমার সাহায্যকারী রূপে প্রেরণ করুন, সে আমাকে সমর্থন করবে। আমি আশঙ্কা করি, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে। আল্লাহ বললেন, আমি তোমার ভাইয়ের দ্বারা তোমার হাতকে শক্তিশালী করব এবং তোমাদের উভয়কে প্রাধান্য দান করব। তারা তোমাদের কাছে পৌঁছাতে পারবে না, তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা আমার নিদর্শন বলে তাদের ওপর প্রবল হবে।' (সুরা-২৮ কাসাস, আয়াত: ৩৪-৩৫)।

ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব বোঝা যায়, নবী করিম (সা.)–এর আমল থেকে। তিনি মদিনা মুনাওয়ারায় বদর যুদ্ধের বন্দীদের মধ্যে যারা লেখাপড়া জানা শিক্ষিত, তাদের মুক্তিপণের বিনিময়ে অর্থসম্পদ না নিয়ে এর পরিবর্তে তাদের মুসলিম শিশুদের লেখাপড়া ও ভাষা শিক্ষার শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত করেছিলেন এবং ১০ জন সাহাবি সন্তানকে ভাষা শিক্ষাদানের বিনিময়ে তাদের একেকজনকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

এ ছাড়া রাসুলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন সাহাবিকে বিভিন্ন বিদেশি ভাষা শিখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর যাঁরা বিভিন্ন ভাষা জানেন, তাঁদের প্রশংসা করেছিলেন। ভাব প্রকাশের মাধ্যম হলো ভাষা। ভাষার অলংকৃত রূপ হলো সাহিত্য। সাহিত্যের বিশেষায়িত পর্ব হলো কবিতা বা 'শেয়ের'। যিনি কাব্য করেন, তিনি হলেন 'শায়ের'। আরবি ভাষার ব্যাকরণ মুসলমানদের হাতেই রচিত হয়।

অনারবদের কোরআন পড়তে সমস্যা হতো বিধায় হজরত আলী (রা.) তাঁর প্রিয় শিষ্য হজরত আবুল আসওয়াদ দুওয়াইলি (রহ.)-কে নির্দেশনা দিয়ে আরবি ভাষাশাস্ত্র প্রণয়ন করান, যা ইলমে নাহু ও ইলমে ছরফ নামে পরিচিত। পরবর্তী সময়ে উচ্চতর ভাষাতত্ত্ব ইলমে বায়ান, ইলমে মাআনি ও ইলমে বাদির উন্মেষ ঘটে।

ভাষা, সাহিত্য ও কাব্যচর্চা একই সূত্রে গাঁথা। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, '(হে নবী!) আমি আপনার প্রতি সর্বসুন্দর কাহিনি বর্ণনা করেছি।' (সুরা-১২ ইউসুফ, আয়াত: ২)।

বিখ্যাত সাহাবি হজরত হাসসান বিন সাবিত (রা.) কাব্য রচনা করতেন। হজরত আয়েশা (রা.) কাব্যচর্চা করতেন। এভাবে ইসলামের সব যুগে বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্যচর্চা চলে আসছে। (তাফসিরে ইবনে কাসির)।

কোরআনের প্রথম অবতীর্ণ আয়াতের শুরুতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'ইকরা'; মানে পড়ো। (সুরা-৯৬ আলাক, আয়াত: ১)।

কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে বিচারের দিনে আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'তুমি তোমার কিতাব (আমলনামা) পাঠ করো, আজ তোমার হিসাবের জন্য তুমিই যথেষ্ট।' (সুরা-১৭ বনি ইসরাইল, আয়াত: ১৪)।

● মুফতি মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী

যুগ্ম মহাসচিব, বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি; সহকারী অধ্যাপক, আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফিজম

আরবী ভাষার প্রয়োজনীয়তা

১.কোরআন হাদিসের ভাষা আরবী ভাষা। আমাদের সঠিকভাবে কোরআন, হাদিস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হলে আরবী ভাষা শিক্ষার বিকল্প নেই।আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা জ্ঞান অর্জন করতে বলেছেন।জ্ঞান অর্জন করা তিনি আমাদের উপর ফরজ করেছেন।
নিম্নে জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কৃত কিছু হাদিস উল্লেখ করা হল -

কাসীর ইবনু (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, একদা আমি আবূ দারদার (রাঃ) সঙ্গে দামেশকের মাসজিদে বসা ছিলাম। তখন তার নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আবূ দারদা! আমি একটি হাদীসের জন্য সুদূর মাদীনাতুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে এসেছি। জানতে পারলাম, আপনি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে আমি আসিনি। আবূ দারদা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তার পরিবর্তে তাকে জান্নাতের পথসমূহের মধ্যে কোন একটি পথে পৌঁছে দেন। ফেরেশতারা জ্ঞান অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন। জ্ঞানীর জন্য আসমান ও যমীনের যারা আছে তারা আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও দু‘আ প্রার্থনা করে, এমনকি পানির গভীরে বসবাসকারী মাছও। আবেদ (সাধারণ ইবাদাতগুজারী) ব্যক্তির উপর ‘আলিমের ফাযীলাত হলো যেমন সমস্ত তারকার উপর পূর্ণিমার চাঁদের মর্যাদা। জ্ঞানীরা হলেন নাবীদের উত্তরসূরি। নাবীগণ কোন দীনার বা দিরহাম মীরাসরূপে রেখে যান না; তারা উত্তরাধিকার সূত্রে রেখে যান শুধু ইল্‌ম। সুতরাং যে ইল্‌ম অর্জন করেছে সে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে।

সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৩৬৪১
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا مِنْ رَجُلٍ يَسْلُكُ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا إِلاَّ سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقَ الْجَنَّةِ وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ " .

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি ইল্‌ম অর্জনের জন্য কোন পথ অবলম্বন করলে তার বিনিময়ে আল্লাহ্‌ তার জান্নাতের পথ সুগম করে দেন। যার আমল তাকে পিছিয়ে রেখেছে, তার বংশগৌরব তাকে এগিয়ে দিতে পারে না।

সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৩৬৪৩
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ " .

ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা ভালভাবে জ্ঞানের কথা শুনে রাখো। কেননা লোকেরা তোমাদের কাছ থেকে তা শুনবে। অতঃপর তোমাদের কাছ থেকে যারা শুনবে, তাদের কাছ থেকেও পরবর্তীরা শুনবে।

সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৩৬৫৯
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، - مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ " .

যায়িদ ইবনু সাবিত (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি আমার নিকট হতে হাদীস শুনে তা মুখস্থ রাখলো এবং অন্যের নিকটও তা পৌছে দিলো, আল্লাহ তাকে চিরউজ্জ্বল করে রাখবেন। জ্ঞানের অনেক বাহক তার চেয়ে অধিক সমঝদার লোকের নিকট তা বহন করে নিয়ে যায়; যদিও জ্ঞানের বহু বাহক নিজেরা জ্ঞানী নয়।

সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৩৬৬০

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اقْرَأْ عَلَىَّ سُورَةَ النِّسَاءِ " . قَالَ قُلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ " إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي " . قَالَ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا انْتَهَيْتُ إِلَى قَوْلِهِ { فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ } الآيَةَ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا عَيْنَاهُ تَهْمِلاَنِ .

‘আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেনঃ তুমি আমাকে সূরাহ আন-নিসা পড়ে শুনাও। আমি বললাম, আমি আপনাকে পড়ে শোনাবো, অথচ তা আপনার উপরই অবতীর্ণ হয়েছে! তিনি বললেনঃ আমি অন্যকে দিয়ে তা পড়িয়ে শুনতে চাই। ‘আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি সূরাহ আন-নিসা পড়তে পড়তে (৪১ নং আয়াত) “আমি যখন প্রত্যেক উম্মাতের মধ্য হতে একজন করে সাক্ষী উপস্থিত করবো এবং আপনাকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করবো তখন কী অবস্থা হবে!” এ পর্যন্ত পৌঁছে মাথা তুলে দেখলাম, তাঁর দু’চোখ বেয়ে পানি ঝরছে।

সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৩৬৬৮
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

সোর্স: আল হাদিস অ্যাপ

উপরের হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারি, জ্ঞান অর্জন করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আর সঠিকভাবে কোরআন- হাসিসের জ্ঞান অর্জন করতে হলে এবং তার বাণী জানতে হলে আমাদের আরবী ভাষা শিখতেই হবে।

২.আরবী ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষা। ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক,সামরিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে এর অনেক গুরুত্ব রয়েছে।

৩.আরবী ভাষা জ্ঞান-বিজ্ঞান,সাহিত্য, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও ঐতিহ্যের বিরাট এক অংশ বহন করে আছে।

৪.আরবী ভাষা গুনাবলী ও বৈশিষ্টের দিক থেকে অন্য সব ভাষার তুলনার শ্রেষ্ঠ। শব্দ,বাক্য গঠন প্রক্রিয়া অথবা উদ্দিষ্ট অর্থের ওপর পরিপূর্ণ ও সুন্দরভাবে মনের ভাব ব্যক্ত করার সক্ষমতা সব দিক থেকজেই আরবী ভাষা শ্রেষ্ঠ। আরবী ভাষা শুধু মুসলমানরা শিখেছে এমনটা নয়, বরং হিন্দু- খ্রিস্টান -ইহুদীরা ও ব্যাপকভাবে শিখছে ও দক্ষতা অর্জন করেছে।

৫.বিশ্বের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ভাষা বিভাগ রয়েছে।এর জন্য রয়েছে শিক্ষক।তাদের কাজ-কর্ম আরবী ভাষায় অনুবাদ করার জন্য দরকার দক্ষ আরবী মুতারজিন।

৬. উচ্চশিক্ষার জন্য মধ্যে প্রাচে বিভিন্ন দেশ থেকে পড়াশুনার জন্য আসে।সেখানে এসব শিক্ষার্থী লেখাপড়া ও ভাল ফলাফল অর্জনের জন্য আরবী ভাষার বিকল্প নেই।কেননা এইসব বিশ্ববিদ্যালয় আরবী ভাষায় দক্ষ শিক্ষার্থীদের বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৭. পৃথিবীর বিভিন্ন সেধ থেকে অসংখ্য শ্রমিক,কর্মচারীও ব্যবসায়ী মধ্যেপ্রাচ্যে যাচ্ছে।কোম্পানি ও কারখানার মালিকরা আ্রবী ভাষায় দক্ষ লোকদের খোঁজে। যাদের আরবী ভাষায় মোটামুটি দক্ষতা আছে, তারা ভাল বেতনে চাকরি পেয়ে যায়।পক্ষান্তরে যেসব শ্রমিক ও কর্মচারী আরবী ভাষায় কোন যোগত্য না থাকায় তারা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।ফলে আরবী ভাষা জানার ফলে নতুন কর্মসংস্থা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৮. আরব দূতাবাসের জন্য লোকজন খোঁজা হয়।তাদেরকে অনেক ভাল বেতন অফার করা হয়।ইংরেজির পাশাপাশি কেউ যদি আরবীতেও দক্ষ হয়, তাহলে সেখানে উঁচু পড পাওয়া যায়।

আরবী ভাষা কেন শিখব?

১. আরবী ভাষা শিক্ষার ফলে অনুবাদ ছাড়াই রবের কথা বুঝতে পারা যায়।

২. হাদিস সরাসরি বুঝে পড়া যায়।ফলে নবীজীর কথা বুঝতে পারা যায়।

৩. ধর্মীয় জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্য ইসলামী শাস্ত্রের কিতাবাদি পড়তে পারা।

৫.আরবী ভাষা জানার ফলে সালাতে যা পড়া হয় তার অর্থ বুঝতে পারা যায়।ফলে সালাতের খুশু বৃদ্ধি পায়।

৬.এটি পৃথিবীর ৫ম ভাষা।

৭. কর্মসংস্থার সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

৮. নতুন ভাষা শেখার ফলে মস্তিষ্কের ক্ষমতা ও স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি পায়।

৯. ব্যবসার সুযোগ তৈরি হয়।

১০. মধ্যপ্রাচ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৃত্তি ও অনুদান পাওয়া যায়।

১১. আন্ত: সৃংস্কৃতির বোঝাপাড়া।

১২. বিশ্ব সভ্যতার উপর আরব এবং আরবীর প্রভাব অন্বেষণ করতে।

বাংলাদেশের পেক্ষাপটে আরবী ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব

বাংলাদেশের পেক্ষাপটে আরবী ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব অপরিহার্য।দেশ থেকে অনেকে কাজের জন্য বা জীবিকার জন্য বিদেশে পাড়ি জমায়।আরবী ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে তা আরও সহজতর হয়।দেশে অনেক রেমিট্যান্স নিয়ে আসে যা দেশের অর্থনীতিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।রাষ্ট্রদূত ও কূটনীতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ও আরবি ভাষা ভুমিকা অনেক।

পরিশেষে বলা যায়, আরবী যেমন আমাদের কোরআন- সুন্নাহর ভাষা।এই ভাষার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার কাছাকাছি যেতে পারি।আবার তেমনি পার্থিব জীবনের চলার জন্য এই ভাষার ভুমিকা অনেক।আমার সবারই উচিত বাংলা,ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি আরবি ভাষা শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা।তাহলে আমরা অনেক দিক থেকেই সফলকাম হতে পারবো ইন শা আল্লাহ।

সোর্স

English - Sahih International

https://nlquran.net

https://www.prothomalo.com/opinion/4agg5fdo7y

সোর্স: আল হাদিস অ্যাপ

Bangla - Tafsir Ibn Kathir